দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

45

পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তর

মাস্টার্স প্রথম পর্বের পরীক্ষা কেন্দ্র জগন্নাথ কলেজ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ায় ক্ষেপে গেছে কলেজ ছাত্ররা। গত সোমবার শত শত ছাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে নেমে এসেছে 'রাজপথে'। রাজপথে এসে বরাবর যা করা হয়, তাই হয়েছে। 'মিছিল, সমাবেশ, রাস্তা অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর। ২৫/৩০টি গাড়ির কাঁচ চূর্ণ হয়েছে। পুলিশ ও ছাত্রনেতাদের 'হস্তক্ষেপে' নাকি তারা অবশেষে শান্ত হয়। শান্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়ে। জগন্নাথ কলেজের সামনের রাস্তা এমনিতেই যানজটের জন্য বিখ্যাত। ছাত্রদের প্রতিবাদের সুবিধে করে দিতে সেই রাস্তাটিকেও করে দিতে হয় 'বন্ধ'। এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তর সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। সবার এক দাবি, আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্র আমাদের বুকে ফিরিয়ে দাও।

জগন্নাথ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রটি সরিয়ে নেয়ার যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। জগন্নাথ কলেজের বহুবিচিত্র অনিয়মের দীর্ঘ ইতিহাস এর কারণ হতে পারে। কিন্তু এ সত্যটি তুলে ধরা প্রয়োজন যে, কোথায় পরীক্ষা কেন্দ্র হবে তা নির্ধারণের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 'অনিবার্য' কোন কারণে পূর্বনির্ধারিত কোন কেন্দ্র যদি বাতিল করা হয় বা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়, ছাত্রদের বা আমাদের কিছু বলার নেই। এমন বদলাবদলিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। ছাত্ররা যদি ভালোমতো পড়াশুনা করে, প্রশ্ন বুঝে যথাযথ উত্তর লিখে, তাহলে কোথায় পরীক্ষা দিলাম তা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? মেট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা যদি এক স্কুল বা কলেজে পড়ে অন্য স্কুল বা কলেজে দেয়া যায়, তবে মাস্টার্স প্রথম পর্ব পরীক্ষার বেলায় অসুবিধা কি? জগন্নাথ কলেজ ছাত্রদের এ ধরনের প্রতিবাদ তাই তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়াবে না। যুক্তি দিয়ে কর্তৃপক্ষের 'অধিকার' বুঝতে শিখে তাদের উচিত অবিলম্বে এ ধরনের অহেতুক তৎপরতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়া। ছাত্রনেতাদেরও বোঝা কর্তব্য যে, কলেজ ছাত্ররা বেকায়দায় পড়ে যে কোন দাবি জানালেই তাতে সংহতি জানাতে নেই। ঢালাও সংহতি নিজেদের পেছনে লোক জড়ো করে হয়তো, কিন্তু আদর্শকে দেয় গুঁড়িয়ে।